

💵 সুনান আদ-দারেমী (হাদিসবিডি)

হাদিস নাম্বারঃ ৪৮

ভূমিকা (المقدمة)

পরিচ্ছেদঃ ৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে সকল মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে তার বর্ণনা

بَابِ مَا أُعْطِيَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْفَضلْ

আরবী

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّتَنَا زَمْعَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَلَسَ نَاسٌ مِنْ أَصِحْابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَهُ فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْهُمْ، سَمِعَهُمْ يَتَذَاكُرُونَ، فَتَسَمَّعَ حَدِيثَهُمْ، فَإِذَا بَعْضِهُمْ، يَقُولُ: عَجَبًا فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْهُمْ، سَمِعَهُمْ يَتَذَاكُرُونَ، فَتَسَمَّعَ حَدِيثَهُمْ، فَإِذَا بَعْضِهُمْ، يَقُولُ: عَجَبًا فَخَرَجَ حَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ، وَقَالَ آخَرُ: فَعِيسَى كَلِمَةُ اللَّهِ وَرُوحُهُ، وَقَالَ آخَرُ: وَآدَمُ اصْطَفَاهُ اللَّه، مُوسَى تَكْلِيمًا]، وَقَالَ آخَرُ: فَعِيسَى كَلِمَةُ اللَّهِ وَرُوحُهُ، وَقَالَ آخَرُ: وَآدَمُ اصْطَفَاهُ اللَّه، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ، وَقَالَ: "قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ، وَهُو كَذَلِكَ، وَقَالَ: "قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ، وَهُو كَذَلِكَ، وَأَنَا أَوْلُ اللَّهِ، وَلَا فَخْر، وَأَنَا أَوْلُ اللَّهِ عَنْ مَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرُ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ اللَّهُ فَي وَلَا فَخْرُ، وَأَنَا أَوْلُ اللَّهُ فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرُ، وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَا أَوْلُ اللَّهُ فَيْدُخُلُ وَلَا أَوْلُ اللَّهُ مَلُولًا أَكْرَمُ وَلَا أَوْلُ اللَّهُ فَيْدُخُلُ وَلَا أَوْلُ اللَّهِ مَلَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عُولُ اللَّهِ مَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُمِينِينَ وَلَا فَخْرُ، وَأَنَا أَكُنُ مَلُولُ اللَّهُ مَنْ وَلَا فَخْرُ، وَأَنَا أَكُنُ مُ اللَّهِ وَلَا فَخْرُ وَلَا أَنْ أَلُولُ اللَّهُ مَلَا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّه

إسناده ضعيف لضعف زمعه

বাংলা

৪৮. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কিছু সাহাবী বসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি বের হয়ে যখন তাদের কাছাকাছি এলেন, তিনি তাদেরকে পরস্পর কিছু আলাপ-আলোচনা করতে শুনতে পেলেন। অতঃপর তিনি তাদের কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তাদের কেউ বলছিল, কী আশ্চর্য্যের কথা! আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে



একজনকে খলীল রূপে গ্রহণ করেছেন। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম হচ্ছেন তাঁর সেই খলীল। আরেকজন বলল, এরচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় কী হতে পারে: " আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে কথা বলেছেন।"- (সূরা নিসা: ১৬৪) অপর একজন বলল, ঈসা আলাইহিস সালাম তো আল্লাহর কালিমা এবং তাঁর (প্রদন্ত) রূহ। আরেকজন বলল, আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন। (তাদের আলোচনা চলছিলো) এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে এসে সালাম দিলেন এবং বললেন: 'আমি তোমাদের কথা-বার্তা ও বিস্মিত হওয়ার বিষয়গুলি শুনেছি।

নিশ্চয় ইবরাহীম আল্লাহর খলীল, এটা ঠিকই। আল্লাহ মুসা'র সাথে গোপনে কথা বলেছেন, সেটাও ঠিক। ঈসা আল্লাহর কালিমা ও তাঁর রূহ, সেটিও ঠিক। আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহ'র মনোনীত, একথাও ঠিক। তবে তোমরা শুনে রাখ, আমি আল্লাহর হাবীব, এতে আমার কোন অহংকার নেই। কিয়ামতের দিন আমিই প্রশংসার পতাকা বহন করবো, তাতে কোন অহংকার নেই। কিয়ামতের দিন আমিই সর্বপ্রথম শাফা'আত করবো এবং আমার শাফা'আতই সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হবে, তাতে কোন অহংকার নেই। আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের কড়া নাড়াব এবং এতেও কোন অহংকার নেই। আর আমার জন্যই আল্লাহ সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খুলে দেবেন এবং আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং আমার সাথে থাকবে দরিদ্র মুমিনগণ, এতেও কোন অহংকার নেই। আর আমি হলাম আল্লাহর নিকট পূর্বাপর সকলের চেয়ে মর্যাদাবান, এতেও কোন অহংকার নেই।"[1]

ফুটনোট

[1] তাহকীক: এর সনদ যয়ীফ, যাম'আহ'র দুর্বলতার কারণে। তিরমিয়ী ও ইবনু কাছীর একে 'গারীব' বলেছেন। কিন্তু আমি বলছি: এর কয়েকটি সহীহ শাহীদ রয়েছে। তাখরীজ: তিরমিয়া ৩৬২০; ইবনু কাছীর তাফসীর ২/৩৭৫। দেখুন, আনাস রা: এর হাদীস, আমার তাহকীককৃত মুসনাদে আবা ইয়ালা ৩৯৫৯, ৩৯৬৪, ৩৯৬৭, ৩৯৮৯; ওয়াসিলাহ রা: এর হাদীস সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৬২৪২, ৬৩৩৩, ৬৪৭৫, মুসনাদে আবা ইয়ালা নং ৭৪৮৫, ৭৪৮৭ তে। সেখানকার টীকায় বিস্তারিত দেখুন।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিসবিডি

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন